দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 JUL 1997 ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

23

শিশুর প্রথম শিক্ষাগ্রহণ ও পাঠদান পদ্ধতি

একটি শিশু। তার কচি মুখে আধো আধো বোল। আসছে দিনের কোন একদিন ও পা রাখবে শিক্ষাঙ্গন জীবনের যাত্রা ওর এভাবেই শুরু। ওর জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার মানসে প্রস্তুতি দরকার আমাদের অর্থাৎ অভিভাবক শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবস্থায় জড়িত যারা তাদের। এ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাদিক গৃহে, শিক্ষাঙ্গনে সর্বোপরি শিশুর নিজস্ব সামাজিক পরিবেশে তার সামগ্রিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার বিসয়বস্তুকে উর্ধ্বে স্থান দেয়া হত। শিশুর গুরুত্ব ছিল সেখানে অবহেলিত।

শিশুর জীবনে বাড়ীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্মগ্রহণের পর শিশু থাকে অসহায় ও অজ্ঞ। সে মাতা-পিতার যত্নে লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়। স্কুলে আসার পূর্বে বাড়ীর পরিবেশেই শিশু বেড়ে ওঠে। স্কুলে আসার পরে তার সময় লাগে তার শিক্ষিকা ও শিক্ষককে নিজের বলে মেনে নিতে।

উন্নতশীল দেশে শিশুরা নার্সারি, কিন্ডার গার্টেন, ও চিলড্রেন কেয়ার প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুন্দর জীবনের ভিত্তি গড়ে তোলে।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মনীষী শিক্ষাক্ষেত্রে নানা মতবাদ প্রদান করেছেন। শিক্ষার নব-নব দ্বার উন্মোচন করেছেন।

এর মধ্যে প্রথমেই যার নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন দার্শনিক জিন জ্যাক রুশো। রুশো তার এমিল গ্রন্থের মাধ্যমে এটাই দেখাতে চেয়েছিলেন যে, শিশুরা তাদের মাতা-পিতা বা শিক্ষক হতে যা শিক্ষা লাভ করে তা সম্পূর্ণ নয়, শিশুর শিক্ষা লাভের ক্ষেত্র হল প্রকৃতি। তার মতে Nature is the best teacher শিশু দেখে, করে, ঠকে ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে শিখবে। তার নৈতিক শিক্ষাতেও কোনও মানুষের হস্তক্ষেপ থাকবে না। রুশো এই তত্ত্বটির নাম দিয়েছেন প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব। অর্থাৎ শিশু জলে ভিজে ঠান্ডা লাগাক, জানালা-দরজা খুলে রেখে শোয়ার ফলে ঠান্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে গেলেও পিতা-মাতা আদর করে তার অসমাপ্ত কাজটি করে দেবেন না। শিশু নিজে ঠকেই এটি শিখবে।

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পোস্টালৎসী কম সুপরিচিত নন। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের জুরিস শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। সারা জীবন তিনি শিক্ষা ও শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। রুশোর 'এমিল' ও বর্ণিত শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বনে পোস্টালৎসী নিজের পুত্রকে শিক্ষা দিলেন। এই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ তাকে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। তার সাধনার বিষয়বস্তু দ্বারা দু'টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

(ক) কোন কোন জ্ঞান শিশুর পক্ষে আহরণ করা সম্ভব।

(খ) কোন পদ্ধতিতে শিশুকে এই সমস্ত জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ করা যায়।

পোস্টালৎসীর মতে, Some training is the first and fore most training এই তত্ত্বকে তিনি লেখা-পড়ার সঙ্গে যুক্ত করেন। শিক্ষা হবে শিশুর মানসিক বিকাশের স্তর বা বিকাশের ধারা অনুযায়ী। তিনি শিশুকে সহজ হতে ক্রমে জটিলের দিকে বা বস্তুভিত্তিক পাঠদানের দিকে নিয়ে যেতেন। তিনি মনে করেছেন, শিক্ষ্যর মাধ্যমেই শিশুর নৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক পুনর্গঠন হওয়া সম্ভব। শিশুর বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ কার্যাবলীর মাধ্যমেই শিশুর আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনা ও বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ গঠিত হবে।

শিক্ষার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে যার নাম লিখিত আছে তাদের মধ্যে জোহান ফ্রেডারক হার্বট অন্যতম। তিনি ছিলেন সুসংহত চিন্তাসম্পন্ন

সমালোচনাধর্মী এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন জার্মান শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক।

শিশুর মনোজগতের মূল্যায়ন করেছেন সকলেই এবং সেই সাথে তার পূর্ণ স্বাধীনতা ও খেলাধুলার কথা কেউ কেউ যোগ করেছেন। শাস্তি ও উপহার প্রদানের ব্যবস্থার কথা কেউ কেউ বলছেন। কোন ব্যবস্থাই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সব কিছুরই একটা ভাল ও মন্দ দিক থাকে।

আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে কোন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হবে? এখন দেশের প্রায় সর্বত্রই কিন্ডার গার্টেন ও নার্সারী জাতীয় শিশুশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। দীর্ঘ জরিপ ও প্রশ্নপত্র দেখার পর সবাই এ ধারণাই পোষণ করবেন। শিশুর চাইতে শিশুর পিঠে বই এর বোঝাই দীর্ঘ। কোন কোন কিন্ডার গার্টেন এই সমস্যার সমাধান বের করে ফেলেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষার জন্য হলেও চাকুরী ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য সবাই ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, আগে যা ছিল শুধু ধনী ও বিত্তবানদের জন্য। এই দুর্ভেদ বলয় ভেঙ্গে মধ্যবিত্তরা এগিয়ে আসছে তাদের সন্তানদের ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষা দেবার জন্য। ইংরেজী মিডিয়ামে পড়ানোর সুবিধা এই সারা বছরে শিশুর পড়ার চাপ থাকে না। শিশুর মেধা অনুযায়ী শিক্ষা বন্টনও গ্রেডিং ব্যবস্থা হলো এর অন্যতম সংযোজন। সব শিশু এক রকম মেধা ও প্রতিভা নিয়ে জন্মায় না। শিক্ষা তাকে কিছু ধাপ এগিয়ে দিতে পারে কিন্তু তা প্রকৃতির কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিভার সমকক্ষ হতে পারে না। নিজ নিজ সন্তানের মেধা ও মান বুঝে তাকে সহযোগিতা করতে হবে। এখানে সমান দায়িত্ব অভিভাক ও শিক্ষক দু'জনেরই। উভয়ের পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরূপ মনোভাব পরিবর্তন করে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

শিশু কোন মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করছে বড় কথা নয়, কোন উপকরণের মাধ্যমে শিখছে তাও প্রয়োজনীয় নয়। সে বইয়ের পাতায় লিখছে না কাগজে না বোর্ডে সেটাও মুখ্য বিষয় নয়। আসল উদ্দেশ্য হলো শিশু কিছু লিখছে কি-না। সে পাঠ গ্রহণের আনন্দ পাচ্ছে কি-না, না পেলে সে মনে রাখতে চেষ্টা করবে না এবং স্কুলেও আসতে চাইবে না।

আমাদের শিশুকুঞ্জে বা শিশু বাগানে যে শিশুটি আগামীকাল আসবে- তার জন্য থাকবে আমাদের অফুরন্ত শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। শিশু সুস্থ ও সুষ্ঠু শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে উঠবে এই হোক সকলের কামনা। শিশুর প্রথম পাঠ গ্রহণ ও পাঠদানে নিযুক্ত ব্যক্তিরাও তার প্রতি হবেন সহানুভূতিশীল ও ধৈর্যনিষ্ঠ অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই তাকে করবেন সহযোগিতা- এ মানসিক প্রস্তুতি সকলেরই রাখা প্রয়োজন।

—রুবি শামসুন নাহার